[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted], [redacted], [redacted] [redacted] [redacted]

গ্রেফতারকৃতরা হলেন, মাদক মামলায় ৪ বছরের সাজাপ্রাপ্ত মো. পল্টু হোসেন (৩৫) এবং পারিবারিক মামলায় এক মাসের সাজাপ্রাপ্ত কামরুজ্জামান শিহাব (২৮)।

পল্টু হোসেন গাংনী উপজেলার খাসমহল গ্রামের মৃত আব্দুল আজিজের ছেলে এবং শিহাব গাংনী শহরের থানাপাড়া এলাকার কালাম আলীর ছেলে।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বানী ইসরাইলের নেতৃত্বে পুলিশের দুটি পৃথক দল মঙ্গলবার দিবাগত রাতের শেষভাগে তাদের নিজ নিজ বাড়িতে অভিযান চালিয়ে গ্রেফতার করে।

ওসি বানী ইসরাইল জানান, পল্টু হোসেনের বিরুদ্ধে হেরোইন উদ্ধারের ঘটনায় দায়ের করা জিআর ১৯/১৩ নম্বর মামলায় আদালত তাকে ৪ বছরের কারাদণ্ড দেন। অপরদিকে, কামরুজ্জামান শিহাব পারিবারিক বিরোধজনিত সিআর ৩১৭/২৩ নম্বর মামলায় এক মাসের সাজাপ্রাপ্ত আসামি।

বুধবার (৯ এপ্রিল) দুপুরে গ্রেফতারকৃতদের আদালতে পাঠানো হয়েছে।

গাংনীতে সাব-রেজিস্টার ও দলিল লেখকদের দ্বন্দে জমি রেজিস্ট্রি বন্ধ

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা সাব-রেজিস্ট্রার ও দলিল লেখকদের দ্বন্দে, বন্ধ হয়ে পড়েছে দলিল লেখার কাজ ও জমি রেজিষ্ট্রি। জমি রেজিস্ট্রি করতে না পেরে চরম ভোগান্তিতে পড়ছেন জমির ক্রেতা- বিক্রেতারা।

চাহিদানুযায়ী জমি রেজিস্ট্রি না হওয়ায় ক্রেতা বিক্রেতাদের যেমন ভোগান্তি বেড়েছে তেমনি সরকারও হারাচ্ছে বড় পরিমাণ রাজস্ব । কবে নাগাদ এর সমাধান হবে তা নিয়ে সংশয় জনমনে। দলিল লেখকরা বলছেন, অতিরিক্ত টাকা দাবী ও নানা অজুহাতে হয়রানী করা হচ্ছে। আর সাব-রেজিস্ট্রার বলছেন, নিয়ম অনুযায়ী রেজিস্ট্রি হচ্ছে।

মেহেরপুর জেলার সবচেয়ে জনবহুল উপজেলা গাংনী। এ উপজেলায় প্রতিনিয়ত দেড় থেকে দুই শতাধিক ক্রেতা-বিক্রেতা তাদের জমি কেনা বেচা করে থাকেন। প্রতিদিন দেড় থেকে দুশো জমির দলিল জমা হলেও সাব-রেজিস্ট্রার রেজিষ্ট্রেশন করে থাকেন ৩০ থেকে ৪০ টি দলিল।

উপজেলায় অন্য সাব-রেজিস্ট্রার থাকতে আগে যেখানে প্রতিবছরে ন্যূনতম ১২ থেকে ১৩ হাজার দলিল রেজিস্ট্রি হতো, এখন সেখানে রেজিস্ট্রি হচ্ছে পাঁচ থেকে ছয় হাজার। যা প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম। ফলে জন-ভোগান্তি এখন চরম পর্যায়ে পৌঁছেছে। সেইসঙ্গে সরকারের এ খাত থেকে রাজস্ব কমেছে বছরে কয়েক কোটি টাকা। ভুক্তভোগীরা দুর দুরান্ত থেকে সাব-রেজিস্ট্রার অফিসে এসে জমি রেজিষ্ট্রি করতে না পেরে ঘুরে যাচ্ছেন।

এতে তারা সময় এবং অর্থনৈতিকভাবেও ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছেন। দলিল লেখকদের অভিযোগ সাবরেজিস্টার অনৈতিকভাবে দলিল প্রতি ৫ শ টাকা করে দাবি করছেন। এছাড়া কাগজপত্রের অজুহাত দেখিয়ে দিনের পর দিন ঘুরাচ্ছেন ক্রেতা বিক্রেতাদের। মেহেরপুরসহ সারাদেশে যেভাবে দলিল রেজিষ্ট্রেশন হয়ে থাকে সেভাবে দলিল রেজিষ্ট্রেশন করার দাবি জানান তারা।

তবে সাব-রেজিস্টার বলছেন সঠিকভাবে কাগজপত্র দেখেই জমি রেজিষ্ট্রি করা হচ্ছে। যাতে ক্রেতা বিক্রেতারা ভবিষ্যতে কোনো ধরণের দুর্ভোগে না পড়েন। তবে মঙ্গলবার সরেজমিনে দেখা গেছে, দলিল লেখকরা কর্মবিরতি করে তাদের টেবিলে হাত গুঠিয়ে বসে আছেন। আর জমি ক্রেতা বিক্রেতারা দুর-দুরান্ত থেকে এসে ঘুরে বেড়াচ্ছেন চিন্তা আর হতাশা নিয়ে। এদিকে সাব রেজিস্ট্রার তার অফিস কক্ষে বসে আছেন স্টাফদের নিয়ে। সকাল থেকে বিকাল পর্যন্ত কোন দলিল রেজিষ্ট্রি হয়নি।

ভুক্তভোগীরা জানান, জরুরী টাকার প্রয়োজনে জমি বিক্রি করছিলাম। এখানে এসে শুনছি রেজিষ্ট্রি হচ্ছে না। ফিরে যাচ্ছি। জমি বিক্রি করতে আসা মোঃ সাইফুল ইসলাম বলেন, সকালে অনেক লোকজন সাথে নিয়ে জমি রেজিষ্ট্রি করতে এসেছিলাম। এসে দেখি দলিল লেখার কাজ বন্ধ। ফিরে যাচ্ছি। আমাদের ভোগান্তি দেখার কেউ নেই।

গাংনী দলিল লেখক সমিতির সভাপতি মোঃ ফাকের আলী জানান, সাব-রেজিস্ট্রার যোগদানের পর থেকে দলিল রেজিস্ট্রি কমিয়ে দিয়েছেন। নানা অজুহাতে হয়রানি ও দলিল প্রতি ৫ শ টাকা করে উৎকোচ দাবি করাই

দলিল লেখা বন্ধ রেখেছি।
দলিল লেখক রাশেদুল ইসলাম বলেন, দলিল রেজিষ্ট্রেশন অর্ধেকে নেমে এসেছে। সরকার রাজস্ব হারাচ্ছে সাথে ক্রেতা বিক্রেতারা হয়রানি হাচ্ছে।

দলিল লেখক শওকত আলী বলেন, সাব-রেজিস্ট্রার যেসব শর্ত দিচ্ছেন সেটা তার মনগড়া নিয়ম। বাংলাদেশে কোথাও এভাবে জমি রেজিষ্ট্রি হয়না।

সাব-রেজিস্ট্রার নাইমা ইসলাম বলেন, আমি সরকারি নিয়ম অনুযায়ী দলিল রেজিষ্ট্রেশন করাই দলিল লেখকরা আমার উপর অসন্তোষ। অতিরিক্ত টাকা নেওয়া ও হয়রানির অভিযোগ মিথ্যা বলেও দাবী করেন তিনি।

মেহেরপুরের পিরোজপুর ইউনিয়ন বিএনপি’র কর্মী সমাবেশ

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি’র কেন্দ্রীয় ঘোষিত প্রক্রিয়ায় দলের পূর্ণগঠন জাতীয় ও স্থায়ীয় পর্যায়ে সকল চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় দলকে সক্ষমতা অর্জনের প্রত্যয়ে পিরোজপুর ইউনিয়ন বিএনপি’র কর্মী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মঙ্গলবার (৮ এপ্রিল) বিকেল পাঁচটার দিকে সদর উপজেলা পিরোজপুর ইউনিয়ন বিএনপি’র আয়োজনে পিরোজপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয় কর্মী সমাবেশ আয়োজন করা হয়েছে।

জেলা বিএনপি’র সদস্য আলমগীর খান সাতুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপি’র আহ্বায়ক জাভেদ মাসুদ মিল্টন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির সদস্য সচিব অ্যাড. কামরুল হাসান, যুগ্ম আহ্বায়ক আমিরুল ইসলাম ও ফয়েজ মোহাম্মদ।

এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপি’র সদস্য হাফিজুর রহমান হাপি, ওমর ফারুক লিটন, মোছাঃ রোমানা আহম্মদ, মশিউর রহমান, জেলা

বিএনপির সাবেক সহ সাংগঠনিক সম্পাদক কাজী মিজান মেনন প্রমুখ।

এছাড়াও এসময় জেলা জাসাসের সদস্য সচিব বাকা বিল্লাহ, জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক আজমুল হোসেন মিন্টু, সদস্য সচিব শহিদুল ইসলাম, জেলা যুবদলের সহ-সভাপতি এস এ খান শিল্ট, সদর উপজেলা বিএনপি’র সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক রাকিবুল ইসলাম রিপন, জেলা মহিলা দলের সহ-সভাপতি ছাবিহা সুলতানা, জেলা বিএনপির সাবেক মহিলা বিষয়ক সম্পাদিকা নাজমিন নাহার রিনা, মুজিবনগর উপজেলা যুবদলের দলের সদস্য সচিব আনোরুল ইসলাম, মোশিউল আলম দিপু আব্দুল লতিফ, ইলিয়াস হোসেন, মাহাবুল হাসান মিলন, যুবদল নেতা মিন্টু, সৌরভ জনিসহ ফিরোজপুর ইউনিয়ন বিএনপি’র নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

গাংনী পৌর বিএনপির ৩ নম্বর ওয়ার্ডে কমিটি গঠন

সাবেক কাউন্সিলর আসাদুজ্জামান আসাদকে সভাপতি এবং মিঠুন আহমেদকে সাধারণ সম্পাদক করে গাংনী পৌর বিএনপির ৩ নম্বর ওয়ার্ডে ১০ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়েছে।

কমিটির অন্যান্য সদস্যরা হলেন সিনিয়র সহ-সভাপতি মোস্তফা কামাল, সহ-সভাপতি শরিফুদ্দিন, মহিবুল ইসলাম, জাহিদুল ইসলাম (বিডিআর), যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মো. রতন বাদশা ও শরিফুল ইসলাম; সাংগঠনিক সম্পাদক মো. আরিফ হোসেন এবং সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক মো. আব্দুল লতিফ।

গতকাল বিকেলে গাংনী উপজেলা বিএনপি কার্যালয়ে এ কমিটির নাম ঘোষণা করেন মেহেরপুর জেলা বিএনপির আহ্বায়ক কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক ফয়েজ মোহাম্মদ।

এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির আহ্বায়ক কমিটির সদস্য ও গাংনী পৌরসভার সাবেক ভারপ্রাপ্ত মেয়র ইনসারুল হক ইনসু, সদস্য মকবুল হোসেন মেঘলা এবং গাংনী পৌর বিএনপির পুনর্গঠন কমিটির

সদস্য আখেরুজ্জামান।

অনুষ্ঠানে ফয়েজ মোহাম্মদ বলেন, “বিএনপির ভবিষ্যৎ নেতৃত্বের জন্য প্রত্যেক নেতাকর্মীকে জনগণের আস্থা অর্জন করতে হবে। সকল ভেদাভেদ ভুলে জনগণের কল্যাণে নিজেদের প্রস্তুত করতে হবে।”

গাংনীতে লাভেলো আইসক্রিমের মালিকের বিরুদ্ধে সাংবাদিক সম্মেলন

গাংনী উপজেলার মানিকদিয়া এগারপাড়া আলিম মাদ্রাসার সাবেক সভাপতি ও লাভেলো আইসক্রিমের মালিক প্রকৌশলী একরামুল হক তাজুর বিরুদ্ধে নিয়োগ বাণিজ্য ও অর্থ আত্মসাতের অভিযোগে সংবাদ সম্মেলন করেছেন এলাকাবাসী।

মঙ্গলবার সকাল ১১টায় এ সংবাদ সম্মেলনে এলাকাবাসীর পক্ষে লিখিত অভিযোগপত্র পাঠ করেন স্থানীয় যুবক মো. সোহেল রানা।

তিনি বলেন, “ঐতিহ্যবাহী মানিকদিয়া এগারপাড়া আলিম মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার শুরু থেকেই এলাকার মানুষ জমি দানসহ নানা আর্থিক সহযোগিতা করে আসছেন। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন প্রয়াত শওকত আলী মুন্সি, খোদাবক্স মিয়া, মোজাম্মেল হক, মোবারক হোসেন, মাওলানা নজরুল ইসলাম ও আবু বকরসহ অনেকেই।”

তিনি আরও বলেন, “মানিকদিয়া গ্রামের মোজাম্মেল হকের ছেলে, লাভেলো গ্রুপের চেয়ারম্যান একরামুল হক তাজু বিগত সরকারের আমলে প্রভাব খাটিয়ে একটানা ১২ বছর মাদ্রাসার সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। এই সময় তিনি মাদ্রাসাটিকে পারিবারিক প্রতিষ্ঠানে রূপান্তর করেন। ২০০৯ সালে তিনি নিজের ক্ষমতাবলে তাঁর পিতা মোজাম্মেল হককে মাদ্রাসার একক প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে দেখান এবং ম্যানেজিং কমিটিতে আজীবন একজন প্রতিষ্ঠাতা সদস্য রাখার রেজুলেশন অনুমোদন করেন। তাঁর ভাই মো. জাহিদুল হক সাজুকে দাতা সদস্য হিসেবে ১২ বছর ধরে

কমিটিতে রাখেন।”

অভিযোগে আরও বলা হয়, “সভাপতি থাকাকালীন সময়ে তিনি ও তাঁর স্ত্রী নারগিছ আরা মাদ্রাসার উন্নয়নের নামে মাদ্রাসার জমিতে মোজাম্মেল হক ফাউন্ডেশন স্থাপন করেন। এ ছাড়া বিভিন্ন পদে অবৈধভাবে নিয়োগ দিয়ে প্রায় ৬০ লাখ টাকা আত্মসাৎ করেন। সরকারি নিয়মনীতি উপেক্ষা করে মাদ্রাসার দক্ষিণ পাশে একতলা ভবনের উপর নির্মাণ করেন দোতলা ভবন। উন্নয়নের কথা বলে আত্মরক্ষা করার চেষ্টা করেন তিনি।”

তিনি আরও বলেন, “নৈশ প্রহরী, আয়া ও পরিচ্ছন্নতা কর্মীসহ বিভিন্ন পদে নিয়োগ দিয়ে প্রায় ৬০ লাখ টাকা হাতিয়ে নিয়েছেন একরামুল হক তাজু। একসময় তিনি একজন আদম ব্যবসায়ী ছিলেন, পরে আইসক্রিম ফ্যাক্টরি দিয়ে শিল্পপতি হন। বিগত সরকারের আমলে তিনি ও তাঁর স্ত্রী অর্থ পাচারের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। তাঁর স্ত্রী নারগিছ আরা বর্তমানে কানাডায় অবস্থান করছেন। গত ৫ আগস্ট, ২০২৪ সরকার পরিবর্তনের পর কয়েক মাস একরামুল হক তাজু বিদেশে পালিয়ে ছিলেন।”

তিনি বলেন, “মাদ্রাসায় তাঁর সীমাহীন দুর্নীতির কারণে এলাকাবাসীর মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। তাঁর নিয়ন্ত্রিত কিছু লোক প্রতিবাদী সাধারণ মানুষকে ভয়ভীতি দেখিয়ে দমিয়ে রাখার চেষ্টা করছে। তাঁর এই অপকর্মগুলোর সুষ্ঠু তদন্ত করে দৃষ্টান্তমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানাচ্ছি।”

লিখিত বক্তব্যে আরও অভিযোগ করা হয়, “নৈশ প্রহরীর নিয়োগে বয়স জালিয়াতি করে উৎকোচ গ্রহণ করে তাকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।”

এ সময় আরও বক্তব্য রাখেন, বীর মুক্তিযোদ্ধা দেলোয়ার হোসেন, ৯নং ওয়ার্ড বিএনপির সভাপতি শামীম আহমেদ সাপ্পার, স্কুলশিক্ষক কামরুজ্জামান, যুবদল নেতা তুহিন হোসেন, আব্বাস আলী, সেলিম রেজা, জহিরুল ইসলাম, ও সোহেল রানা প্রমুখ।

গাংনীতে স্কুল ভ্যান উল্টে ১০ শিক্ষার্থী আহত

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার ভাটপাড়া গ্রামে একটি দ্রুতগতির মোটরসাইকেলের ধাক্কায় স্কুল ভ্যান উল্টে ১০ শিক্ষার্থী আহত হয়েছে।

মঙ্গলবার সকাল ১০টার দিকে গাংনী-কাথুলি সড়কের ভাটপাড়া এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। আহত সকলেই গাংনী সন্ধানী স্কুল অ্যান্ড কলেজের শিক্ষার্থী। তারা স্কুলে যাওয়ার পথে এ দুর্ঘটনার শিকার হয়।

আহতরা হলেন, মাইলমারী গ্রামের সাইফ আলী, লাবিবা খাতুন, পরশ, রাব্বী হক, ফাহিম হোসেন, ফাইজা খাতুন, রিতু এবং ভ্যানচালক উজ্জ্বল হোসেন।

স্থানীয়রা আহতদের উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সসহ বিভিন্ন ক্লিনিকে ভর্তি করেছেন।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।

মেহেরপুরে পুলিশের অভিযানে গ্রেফতার ৩

মেহেরপুরে পুলিশের ২৪ ঘন্টার অভিযানে ৩ জন আসামিকে গ্রেফতার হয়েছে।

গতকাল সোমবার দিবাগত রাত থেকে আজ মঙ্গলবার ভোররাত পর্যন্ত জেলার তিনটি উপজেলার বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে এসব আসামি গ্রেফতার করা হয়।

মেহেরপুর সদর থানা পুলিশের অভিযানে গ্রেফতারকৃত হলো, কালা

চাঁন্দপুর মোল্লাপাড়ার মোঃ আনারুলের ছেলে মোঃ লিটন মিয়া (২৫), মেহেরপুর সদর থানার, এফআইআর নং-১১, তারিখ- ০৭ এপ্রিল, ২০২৫; জি আর নং-১০৪, তারিখ- ০৭ এপ্রিল, ২০২৫; সময়- ২২.১৫ ঘটিকা ধারা- ৩৬(১) সারণির ৮(ক) মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮, গোভীপুরের মৃত ইসমাইলের ছেলে মোঃ সাইদুর ইসলাম, বিজ্ঞ সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট ১ম আদালত, মেহেরপুর, নন জিআর নং-৭৩/২৪, তারিখ- ১৭ অক্টোবর, ২০২৪; (মেহেরপুর, মেহেরপুর সদর) ঘটনার সময়- ধারা- ৫০৬ ঞযব চবহধষ ঈড়ফব, ১৮৬০ এবং আমঝুপির মৃত জাফর আলী ওরফে তেগার ছেলে মোঃ পলাশ (৩০), মেহেরপুর সদর থানার,এফআইআর নং-১০/১৮৩, তারিখ-১০ জুলাই, ২০২০; সময়- ২০.৩০ ঘটিকা ধারা- ৩৬(১) সারণির ৮(ক) মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮।

গ্রেফতাকৃতকে বিজ্ঞ আদালতে প্রেরণের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। জেলার সর্বিক আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে এবং বিভিন্ন অপরাধের অপরাধীদের গ্রেফতার করতে বিশেষ অভিযান চলমান থাকবে বলে জানিয়েছেন আইনশৃঙ্খলা বাহিনী।

মেহেরপুরে যৌথ অভিযানে হেরোইন ও টাকাসহ আটক ৪



মেহেরপুরে সেনাবাহিনী, উপজেলা
প্রশাসন ও মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ
অধিদপ্তরের যৌথ অভিযানে হেরোইন
ও নগদ অর্থসহ চারজন মাদক
কারবারিকে আটক করা হয়েছে।

এ সময় তাদের কাছ থেকে মাদক কেনাবেচার ৫ লক্ষ ৬২ হাজার ৩২০ টাকা জব্দ করা হয়। রবিবার (৮ এপ্রিল) সকালে তাদের আটক করে যৌথবাহিনী।

আটকরা হলেন- সদর উপজেলার মল্লিক পাড়ার মৃত কিয়াম উদ্দিনের ছেলে মহির উদ্দিন (৫০), মিয়াপাড়ার শাহাদত হোসেন সাজুর ছেলে মোঃ

চঞ্চল (৪২), চঞ্চলের স্ত্রী মোছাঃ সাবরিনা এবং মল্লিক পাড়ার মৃত আহম্মেদ আলীর মেয়ে চায়না (৪৫)।

অভিযানে নেতৃত্ব দেন মেহেরপুর সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার খায়রুল ইসলাম, সেনাবাহিনীর সিনিয়র ওয়ারেন্ট অফিসার সুরুজ্জামান এবং জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক মিজানুর রহমান।